১.১ কাব্যনাট্যের স্বরূপ

হাজার বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চর্যাগীতির কাল থেকে কাব্যের সুরভি মেখে বাংলা ভাষা তার গঠন তৈরি করেছে। আমাদের দেশে জয়দেবের নাট্যগীতি জাতীয় কাব্য 'গীতগোবিন্দম্' সংস্কৃতে লেখা হলেও বাঙালির প্রিয় ছিল। কীর্তন-কথকতা-পাঁচালির মধ্যে এক কালে ঘুমন্ত ছিল যে নাট্যবীজ, ক্রমে তা অঙ্কুরিত হয়েছিল বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগাথায়। শ্রীচৈতন্যদেবই সর্বপ্রথম কবিতা ও নাটকের বিবাহে প্রথম ঋত্বিক হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। যদিও কাব্যনাট্যের সেই ভ্রূণ পর্বের থেকে পূর্ণ অবয়বে পৌঁছে কালকেতু হয়ে উঠতে লেগে গিয়েছিল বেশ কয়েক শতাব্দী। সে যেন দীপান্বিতার প্রাক্‌পর্বে তার সলতে পাকানোর তন্বিষ্ঠ প্রয়াস।

কাব্যনাট্য ব্যক্তিত্ব সচেতন আধুনিক মানুষের সৃষ্টি। সাধারণত কাব্য আর নাটকের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা সাহিত্য সংরূপকে একদা 'কাব্যনাট্য' বা 'কাব্যনাটক' আখ্যা দেওয়া হত। ইংরেজিতে যাকে 'Poetic Drama' বলা হয় কাব্যনাট্য তাই। কবি ও নাট্যকারের দীর্ঘদিনের যৌথ সাধনায় এই কাব্যকলাকৃতির আবির্ভাব। সাধারণ অভিধায় কাব্য ও নাট্যধর্মের পরস্পর সম্পর্ক বা এর শিল্পগত সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য সম্যক স্পষ্ট হয়ে ওঠে না - 'আমাদের প্রতিদিনের সাধারণের অভিজ্ঞতা যেমন কাব্যনাট্যের বিষয় হতে পারে, তেমনি সাধারণ পরিচিত ছকের মানুষও কাব্যনাট্যের চরিত্র হতে পারে। তবে কাব্যনাট্যের ঐ বাস্তবতার বহিঃসত্যের চেয়ে তার অন্তর্গত পরিচয় ও ব্যাখ্যাই রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন।' [১]

যে কোন বিশিষ্ট কাব্য কলাকৃতির আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। সমাজ মানসের বিচিত্র ও জটিল বিবর্তন ধারার সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত। পথনির্দেশ স্বরূপ দাবি ক্রিয়াশীল নিশ্চিত থাকে। আবার ব্যক্তিমানসের প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির তীব্র দাবি ছাড়া কোনো কলাকৃতি নিজস্বতা দাবি করতে পারে না। রেনেশাঁস বা নবজাগরন মানুষের চেতনায় যে ভাববিপ্লবের বন্যা আনে, তা থেকেই মানুষ গ্রহণ করে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের সঙ্গে প্রবল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ। আর এই ব্যক্তিত্ববান মানুষই ধীরে ধীরে ব্যক্তি সচেতন আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। কাব্যনাট্যে কবির মন্ময়তা আর নাটকের তন্ময়তার শৈল্পিক মিশ্রণ ঘটবে। কবিতায় যেমন কবিহৃদয়ের উন্মোচনের কবিমানসের প্রকাশ - কাব্য নাট্যের কাছেও আমাদের সেই প্রার্থনা।

সাহিত্যের পুরানো প্রকাশ মাধ্যম কবিতা - নাটকের প্রকাশ মাধ্যমও ছিল ছন্দোবদ্ধ কাব্য ভাষা। শুধু প্রকাশকলার যোগ নয় - নাট্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই রয়েছে কবিতার সঙ্গে নাটকের অনন্যমধুর সম্পর্ক। সুপ্রাচীন গ্রিক নাটক থেকে শুরু করে শেক্সপীয়ার এবং এলিজাবেথীয় যুগ পর্যন্ত কাব্য - সংলাপে নাটক রচিত হয়ে এসেছে। ইংরেজি রোমান্টিক যুগে সংলাপাত্মক কবিতা রচনার যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তা হল আবৃত্তিযোগ্য কবিতা। শক্তিমান কবি - নাট্যকারদের চেতনায় স্পর্শ করল মানব হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি ও আবেগ। কবিতার অভিনীত রূপ আঙ্গিকগত বিবর্তন ধারা বেয়ে সাম্প্রতিককালে নতুন রূপে জন্ম নিল কাব্যনাট্য। নাট্যকারগণ অনুভব করলেন - 'কাব্যিক সংলাপে হৃদয়ের সুরকে যতটা উন্নত ও তীব্র করে তোলা যায় এ ভাষায় বিশেষ রীতিতে সজ্জিত শব্দার্থ থেকে যে ধ্বনিতরঙ্গ তোলা যায় গদ্য ভাষার সংলাপে তা সম্ভব নয়।' [২]

কবিতা ও নাটকের এই আকস্মিকতা ও অপ্রত্যাশিত রূপকল্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় T. S. Eliot-এর সেই বিখ্যাত উক্তি - যেখানে তিনি নাটক ও কবিতার ঘনিষ্ট যোগসূত্র লক্ষ করে লিখেছিলেন - 'Poetry is essentially dramatic and the greatest poetry always moves fowards drama, drama is essentially poetic and greatest drama poetry always moves fowards poetry' [৩]

কবিতা আর নাটকের অভ্যন্তরের এই ঘনিষ্ট সম্পর্ক কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। সাধারণভাবে কবিতা

নিজের প্রাধান্য পরিহার করে নাটকের অন্তর্দেশে সংযুক্ত হলেই তাকে কাব্যনাট্য বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য - ''যে নাট্যধর্মী রচনায় কাব্যগুণের প্রাধান্য এবং নাট্যরস 'কাব্য বেষ্টনী সংহত', তা হল কাব্যনাট্য, আর যে রচনায় কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করে এর 'সমশক্তি সম্পন্ন' হয়ে ওঠে, এবং নাট্যধর্মের সঙ্গে সহযোগিতা অথবা আনুগত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তা হল কাব্যনাট্য।'' [৪] কাব্যনাটকে নাটক ও কবিতা একই সৃষ্টিশীল রূপকল্পের দুটি ভিন্ন উপাদান - অথচ যারা পরস্পরের সহযোগী - আত্মা। কবিতা ও নাটকের সামগ্রিক মিলনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয় কাব্যনাট্যের সুসংগঠিত রূপাঙ্গিক। আত্মচেতনাময় মানব সত্তা অন্যের মনোচৈতন্যে নিজের জীবন প্রত্যয় সঞ্চারিত করার জন্যই আধুনিককালে কাব্য নাট্যের নতুন শিল্প - প্রকরণ গড়ে উঠেছে। অথচ কাব্যনাট্যের উদ্ভবের পিছনে গদ্য ভাষার ভূমিকাও যথেষ্ট। Sir cedric Hardwickle তাঁর 'The Drama Tumro' গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন - বার্নাডশ, ইবসেন, গলসওয়ার্দি প্রমুখ গদ্য নাট্যকারকে বাস্তবতার আতিশয্য যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কাব্যনাট্য তারই ফল। আসলে বাস্তবতা মানে শুধু অনুকরণমাত্র নয়। ডেনিস ডনোগ তাঁর "The Third Voice" গ্রন্থে কাব্যনাট্যের যথার্থ সংজ্ঞা দিয়েছেন - 'A Play is poetic, when its concrete elements (plot, agency, scene, speech, gesture) Continiously exihibit in their internal relationship those qualities of mutual coherence and illumination required of the words of a poem' [৫]

কাব্যনাট্যের আধুনিক শিল্প সংরূপটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সফল আলোচনা করেছেন T.S. Eliot. তিনি তাঁর "The Selected Essays" গ্রন্থে বলেছেন - 'The Poetic drama must have an emotional unity, let the emotion be whatever you like, It must have a dominant tone, and if this be strong enough, the most heterogeneous emotions may be made to re-inforce it.' [৬] নাটকের প্রয়োজনে অনিবার্য হয়ে উঠলেই কেবল তার মাধ্যম হবে কাব্যভাষা - অন্যথায় নয়। তবে এলিয়টের মতে কাব্যনাট্যের জন্য কবিতাই অপরিহার্য। কারণ গদ্য জীবনের বহিরঙ্গের রূপসন্ধানী, কিন্তু কবিতা জীবনের চিরন্তন অন্তরঙ্গ রূপের অন্বেষণ করে। কবিতা ও নাটক মিলে কাব্যনাট্যে একটি 'Musical Pattern' সৃষ্টি হয়। কাব্যনাটক একই সঙ্গে -এর কবিত্বে নাটকীয়তা পায়, একদিকে থাকে প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা, অন্যদিকে বিভাব ও অনুভাবের সংযোগ।

কাব্য ও নাটক উভয়েরই আবেদন এক, উপস্থাপনার উদ্দেশ্য আর এক। কবিতা যখন কবির গহন মনের নিবিড় অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করছে, যা শুধু একাকী পাঠকের হৃদয় কুসুমকে আভাসিত করে তোলে - যেখানে নাটক তার চরিত্র, দৃশ্য, মঞ্চ, আলো-ধ্বনির মাধ্যমে পুতুলের খোলস ছেড়ে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় কবিতা, সেক্ষেত্রে ভাবের কদমফুল হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু কাব্যনাট্য এই দুইয়ের সমীকরণ - নিছক শ্রাব্য নয়, আবার দৃশ্যও নয়, সেখানে উভয়ই থাকবে। কাব্যনাট্যের ভাষায় একই সঙ্গে গদ্য ও পদ্য - সব্যসাচীর মতো দুই ভুবন ছুঁয়ে থাকে, জন্ম দেয় তৃতীয় ভুবনের। প্রখ্যাত সমালোচক ড. গুরুদাস ভট্টাচার্যর মতে 'মনে হয় কবিতা পড়ছি, মনে হয় নাটক দেখছি, আসলে দেখছি ও পড়ছি কাব্যনাটক।' [৭] কাব্য ও নাটকের মণিকাঞ্চন যোগেই নাট্যকাব্য রচিত হয়। তারতম্যের ভিত্তিতেই দুটি নাম। যদি কাব্যের মাত্রাধিক্য হয় তাহলে নাট্যকাব্য আর যদি নাট্যের মাত্রাধিক্য হয় তাহলে কাব্যনাট্য।

নাট্যকাব্যের স্বরূপ প্রসঙ্গে W.H. Hudsan তাঁর "An introduction to the study of Life raful" গ্রন্থে বলেছেন 'By dramatic Poetry I mean simply poetry which, through intended not for the stage but to be read, is essentially dramatic in principle, poetry, that is in which the poet merges himself in his character or characters and does not, as in sujbective poetry or ordinary, deserrve or relate in his own person and from the outside' [৮]